পত্র - ৬

PAPER—VI

পর্যায়-ক

PROJECT WORK ON LANGUAGE AND ARITHMETIC

1st Half : Activities on Language (25 Marks)

1. Reading Cards with Vowel and Consonents.
2. Reading Books (Book-let type)
3. Reading Cards with 'Sh', 'Ch', 'OO' etc.
4. Matching Picture Cards with Reading Cards.
5. Chart for Jumble words
6. Word Making
7. Activities in Daily life (Chart)
8. One Word-Five Sentences chart.
9. Family Chart (Pictur—Name—Relation).
10. Tree Chart (Identifying Parts & their functions)
11. Shapes Chart
12. Colour Chart

2nd Half : Activities on Arithmetic (25 Marks)

1. Sand-paper figures from 0 to 9.
2. Addition Chart : Addition of 1 to 9 & 1 to 9.
3. Basic Addition Chart
4. Blank Chart of Basic Addition.
5. Subtraction Chart.
6. Blank Chart of Subtraction.
7. Multiplication Chart
8. Blank Chart of Multiplication.
9. Division Chart
10. Blank Chart of Division.

PAPER—VI

পর্যায়-খ

1st Half : Social and Cultural Activities (20 Marks)

ACTIVITY 1 : **Songs**

[(i) Prayer, (ii) Suitable for National Days, (iii) Suitable for Birth / Death Anniversary of great persons (iv) Folk Songs, (v) Charar Gan, (vi) Karma Sangeet]

ACTIVITY 2 : **Drama and Role Playing**

ACTIVITY 3 : **Recitation**

ACTIVITY 4 : **Dancing**

ACTIVITY 5 : **Drawing**

2nd Half : Simulated Teaching (30 Marks)

(i) **Skill of reinforcement**
(ii) **Skill of using Black Board**
(iii) **Skill of using Teaching Learning Materials (TLM)**
(iv) **Skill of Stimulus Variation**
(v) **Skill of Citing examples**
(vi) **Skill of using Producing questions.**

একক ১ ❑ Simulated Teaching

১. ভূমিকা
২. উদ্দেশ্য
৩. বৈশিষ্ট্য
৪. পটুত্বসমূহ
৫. **সমন্বয় সাধন দক্ষতা (Skill of Integration through Correlation of Subject)**
৬. **শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালনার দক্ষতা (Skill of Facilitating Child Centric Learning)**
৭. **শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা (Skill of Encouraging Learners to Enquire)**
৮. **শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকালের দক্ষতা (Skill Developing Observation in Learners)**
৯. **শিখন পরিস্থিতির সঙ্গে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগ সাধনের দক্ষতা (Skill of Integrating Performing Art with the Learning Situation)**
১০. **Skill of Integration Performing Art with Learning Situations.**

১. ভূমিকা

শিক্ষণ একটি দক্ষতা মূলক কাজ। শিক্ষণ বা পাঠদান কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকার কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। অণুপাঠন বা Micro teaching এই ধরনের একটি শিক্ষণ কৌশল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিথ্ অ্যাচিসন অণুপাঠন বা Micro Teaching-এর জনক। ১৯৬১ সালে তিনি অণুপাঠন বা Micro Teaching-এর প্রস্তাব করেন। এটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার্য একটি অভিনব পদ্ধতি যার মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণিকক্ষের পদ্ধতির জটিলতাগুলি সরলীকরণ সাধিত হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য

অণুপাঠন পদ্ধতি একটি সরলীকরণ পদ্ধতি। ছাত্র সংখ্যা, পাঠন সময় ও পাঠন পটুত্ব— এই তিন দিক থেকে এই পদ্ধতিকে চিহ্নিত করা হবে। এখানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক ৫ থেকে ১০ জন, শিক্ষার্থী ক্লাস নেবেন ৫ মিনিট থেকে ১০ মিনিট। পাঠনগত জটিলতার ব্যাপারে ও একে ছোট করা হবে। পাঠদান পদ্ধতি

গড়ে উঠবে কয়েকটি পাঠন পটুত্বের সমবায়ে। প্রত্যেকটি পাঠন পটুত্ব শিখন-সহায়ক কতগুলো পাঠনগত আচরনের সমষ্টি নিয়ে গঠিত। এই পটুত্বগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে, নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, পর্যবেক্ষণ করা যাবে এবং মূল্যায়নও করা যাবে। শিখনের উদ্দেশ্যগুলির অনুসারী প্রতিটি পটুত্ব একটি একটি করে অনুশীলন করা হবে। এই পটুত্বগুলিকে বিভিন্ন পাঠন যোগ্যতাসম্পন্ন সামগ্রিক পাঠন পটুত্বের সঙ্গে সমন্বিত করা হবে।

৩. বৈশিষ্ট্য

অণুপাঠনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১। আদর্শ : অণু শিক্ষকের কাছে পটুত্ব প্রকাশের মাধ্যম হল আদর্শ।

২। পরিপরামর্শের মাধ্যমে অণুশিক্ষককে তার অণুপাঠ সম্পর্কে অবহিত করা হয় তাঁর পাঠন পটুত্ব পর্যবেক্ষণ করে। পাঠদানের শেষে আচরণাঙ্গ গুলি কতবার ব্যবহার করা হয়েছে তার সংখ্যা গণনা করা হয়। গুণগত দিক থেকে একটি 5 point স্কেল ব্যবহার করা হয়। এই তথ্যটি অণুশিক্ষকের কাছে পরিপরামর্শ স্বরূপ পাঠানো হয় যেন তিনি পুনরায় পাঠ টীকা রচনা এবং পুনরায় পাঠদান করতে পারেন।

৩। পাঠন পরিবেশ : অণুপাঠনের পরিবেশটি ঠিক করে নিতে হবে পাঠন চক্রের প্রতিটি সোপানের সময় সীমা, দলের ছাত্র সংখ্যা, অধ্যাপক-পর্যবেক্ষক। শিক্ষার্থী-পর্যবেক্ষক ইত্যাদি বিচার করে। এই পরিস্থিতিকে কৃত্রিম পাঠন বলা হয়।

৪। অর্জিত পটুত্ব সমূহের সমন্বয়ন : অণুপাঠন একটি পটুত্বভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি। প্রথমে প্রতিটি পটুত্ব এককভাবে আয়ত্ত করা হয়। কয়েকটি পটুত্ব অর্জিত হওয়ার পর কাঙ্ক্ষিত মানে তাঁর দক্ষতা পৌঁছাবার পর অণুশিক্ষক এই পটুত্বগুলিকে সামগ্রিকভাবে তার পাঠনগত আচরণের সঙ্গে সমন্বিত করবেন। তবেই তিনি পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলিকে যথার্থ অণুধাবন করতে পারবেন। কারণ পাঠদান কতকগুলি নির্দিষ্ট আচরণ ও পটুত্বের একত্রীভূত ক্রিয়া।

অণুশিক্ষণ চক্র (Micro Teaching Cycle) পাঠদান

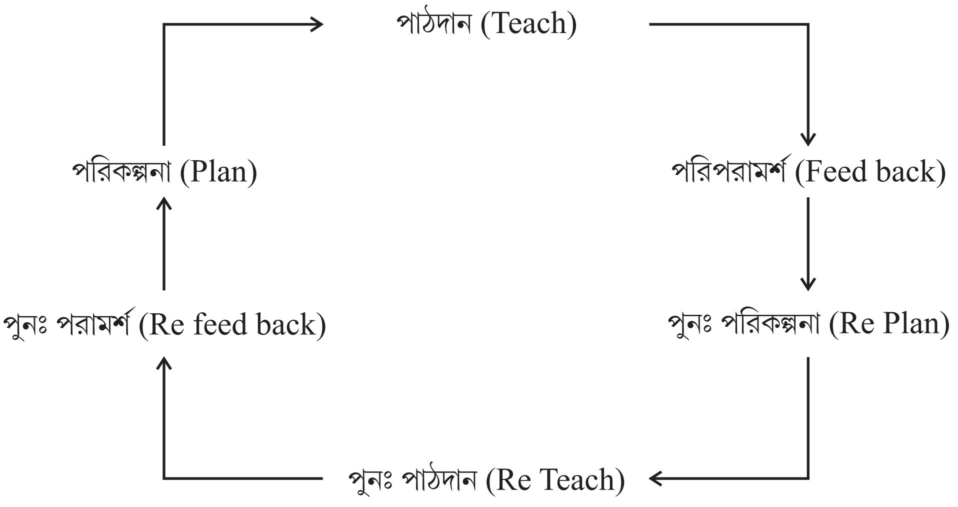

৪. পটুত্ব (Skill) সমূহ

পাঠক্রমের একটি নতুন গুণগত উৎকর্ষের জন্যে শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীতে সংযোজিত হয়েছে। এটি সর্ব দিক সমন্বিত পদ্ধতি না হলেও পটুত্ব আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক ও প্রতিকারমূলক কৌশল। অ্যালেন-রায়ান (১৯৬৯), ড. পাসি (১৯৭৬), ড. জাঙ্গিরা (১৯৭৯) শিক্ষাবিদ্‌গণ পাঠন পটুত্বগুলির সংখ্যাগত আকার দিতে চেষ্টা করেছেন। ‘সার্থক শিক্ষক’ পদবাচ্য হতে হলে মোট আঠারোটি (১৮) পাঠন পটুত্ব আয়ত্ত করতে হবে। তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা মোট পাঁচটি পটুত্ব গ্রহণ করেছে।

১) সমন্বয় সাধন দক্ষতা
২) শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালনার দক্ষতা
৩) শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা
৪) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা
৫) শিখন পরিস্থিতির সঙ্গে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগ সাধনের দক্ষতা

৫. সমন্বয় সাধন দক্ষতা

শ্রেণি— তৃতীয়
শিক্ষার্থীর সংখ্যা— ৫ জন
সময়— ৫ মিনিট
শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম
তারিখ—

বিষয়— আমাদের পরিবেশ
একক— চারপাশ, বারোমাস বন্ধুতে ভরা
উপএকক— পরিবেশের অন্যান্য প্রাণী

বিষয়বস্তু	শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরনাঙ্গ
আমাদের পরিবেশের চারপাশে	তোমরা বিকেলে প্রত্যেকে পার্কে বেড়াতে যাও। আর কোথায় বেড়াতে গেছ?	গ্রামে	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
অনেক উপকারী বন্ধু রয়েছে। তার মধ্যে গরু,	পার্কে এবং গ্রামের মধ্যে খেলার জিনিস, দোলনা আছে। আর কিচিমিচি শব্দে ভরিয়ে রেখেছে কে?	অনেক পাখি	যথাযথ উদাহরণ
টিকটিকি, ফড়িং,	পাখি খি খায়?	ফলের বীজ ও পড়ে থাকা শস্য দানা	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
প্রজাপতি, মৌমাছি।	একটি পাখির নাম বল?	চড়ুই	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
টিকটিকি বাড়ির	চড়ুই কি খায়?	ধান	যথাযথ উদাহরণ

দেওয়ালে, গিরিগিটি গাছে থাকে। ফড়িং, প্রজাপতি মৌমাছি বাগানে, পাখি বিভিন্ন কোলা জায়গায় থাকে— ধান খায় চড়ুই। মৌমাছি, প্রজাপতি মধু খায়।	গ্রামে কি দেখেছ?	গোরু, ছাগল	যথাযথ উদাহরণ
	পাঠাংশ থেকে তোমরা কোন বিষয়ের মিল পাচ্ছ? উদাহরণ দাও—	ভূগোল, বাংলা **ভূগোল**— কয়েকটি শস্যদানা যেমন ধান, এর উৎপাদন আমরা ভূগোলে জানতে পারি। **বাংলা**— কয়েকটি বিশেষ্য পদ যেমন—গরু, ঘাস, পাখি বাংলা পড়ে জানতে পারি।	অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ
	আমরা বাড়ির দেওয়ালে কি দেখি সন্ধ্যাবেলা?	টিকটিকি	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
	তারা কি খায়?	পোকা (আরশোলা)	যথাযথ উদাহরণ
	টিকটিকির মতো দেখতে আর একটি প্রাণীর নাম বল?	গিরগিটি	যথাযথ উদাহরণ
	একটি বিশ্বাসী প্রাণীর নাম বল?	কুকুর	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
	কুকুরের ডাককে ইংরেজিতে কি বলে?	Bark	অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয়করণ
	ওড়ে এমন দুটি প্রাণীর নাম বল?	ফড়িং প্রজাপতি	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
	এরা কোথায় উড়ে বেড়ায়?	বাগানে	যথাযথ উদাহরণ
	বাগানে এলে এরা কি করে?	মধু খায়, ও পরাগসংযোগে সাহায্য করে।	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
	এখান থেকে কোন বিষয়ের মিল পাচ্ছ? উদাহরণ দাও?	বিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞান— প্রজাপতির জীবনচক্র, পরাগসংযোগ আমরা বিজ্ঞান পড়ে জানতে পারি।	অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ

ফড়িং বড় না প্রজাপতি বড়?	প্রজাপতি	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
প্রজাপতি দেখতে কেমন?	সুন্দর, নানা রং বে-রঙের ডানা থাকে।	যথাযথ উদাহরণ
ফড়িং ও প্রজাপতির মত আর একটি পতঙ্গের নাম বল?	মৌমাছি	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
এরা পরিবেশের কি করে?	উপকার করে	যথাযথ উদাহরণ
যারা উপকার করে তাদের আমরা কি বলি?	বন্ধু	যথাযথ উদাহরণ
তাহলে এদের আমরা কি বলব?	পরিবেশের বন্ধু	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
তাহলে এই পাঠাংশ থেকে কি জানলে?	বিভিন্ন প্রাণী ও পতঙ্গ সম্পর্কে।	সাধারণীকরণ
আর কি জানলে?	এরা কি খায়, কোথায় থাকে।	সাধারণীকরণ

৬. শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালনার দক্ষতা

শ্রেণি— চতুর্থ
শিক্ষার্থীর সংখ্যা— ৫ জন
সময়— ৫ মিনিট
শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম—
তারিখ—

বিষয়— বিজ্ঞান
একক— মানব দেহের প্রধান কয়েকটি শারীরিক প্রক্রিয়া
উপএকক— পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ

বিষয়বস্তু	শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
আমাদের দেহ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। আমাদের দেখতে সাহায্য করে চোখ, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিই, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নিই ও ত্বক দিয়ে স্পর্শ অনুভব করি।	বোর্ডে এসে লেখ আমরা কোন অঙ্গ দিয়ে দেখি।	একজন বোর্ডে এসে লিখবে চোখ।	শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।
	কোন অঙ্গ দিয়ে আমরা কিছু শুনতে পাই বলতে পারবে?	(নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলবে) কান দিয়ে।	শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়া।
	কোন অঙ্গ দিয়ে আমরা স্বাদ অনুভব করি?	জিহ্বা দিয়ে স্বাদ অনুভব করি।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
	ত্বক আমাদের কি কাজে লাগে?	ত্বকের সাহায্যে আমরা কোন বস্তুর উষ্ণতা, মসৃনতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
	নাকের সাহায্যে আমরা কি কাজ করি?	নাকের সাহায্যে আমরা ঘ্রাণ গ্রহণ করি।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
	চোখের কাজ কিসের মতো?	চোখের কাজ ঠিক ক্যামেরার লেন্সের মতো।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
	কি করলে কানের ক্ষতি হয়?	খুব জোরে শব্দ করলে কানের ক্ষতি হয়। (নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর প্রদান)	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
	শিক্ষিকা কয়েকটি ছবি শিক্ষার্থীদের দেবেন এবং কোনটি কোন অঙ্গের ছবি তা বলতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা ছবিগুলো দেখবে এবং কোনটি কোন অঙ্গের ছবি তা বলবে।	শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।

চোখ ভালা রাখতে আমাদের কি করা উচিৎ?	চোখ ভালো রাখতে হলে খুব কম বা বেশী আলোয় কাজ করা উচিৎ না। নিয়মিত পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধোওয়া জরুরি।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
নাক দিয়ে আমরা গন্ধ পাই কি করে?	নাকের মধ্যে কতকগুলো গন্ধবহ বিশেষ কোষ আছে। এই কোষগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর গন্ধ মগজে পৌঁছায়। আমরা তখন গন্ধ পাই (নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর দেবে)	শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া
তাহলে আমাদের কটি ইন্দ্রিয়?	আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ কি?	পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বাইরের বিভিন্ন উত্তেজনা গ্রহণ করি এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে নানারকম ধারণা লাভ করি।	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৭. শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা

শ্রেণি— চতুর্থ
শিক্ষার্থীর সংখ্যা— ৫ জন
সময়—৫ মিনিট
শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম—
তারিখ—

বিষয়— প্রকৃতিবিজ্ঞান
একক— মানব দেহের প্রধান কয়েকটি শারীরিক প্রক্রিয়া
উপএকক—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ

বিষয়বস্তু	শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
জীবদেহের বাইরে যা কিছু ঘটে থাকে, তা বুঝে সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জীবের একটি প্রধান লক্ষণ। সংক্ষেপে একে বলা হয় উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া। যে প্রাণী যত উন্নত, তার বাইরের উত্তেজনাগুলি বোঝারও সাড়া দেবার কৌশল তত জটিল। মানুষ সবচেয়ে উন্নত প্রাণী।	জীবদেহের বাইরে যা কিছু ঘটে থাকে, তা বুঝে সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জীবের একটি প্রধান লক্ষ্য। সংক্ষেপে একে বলা হয় বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া। যে প্রাণী যত উন্নত, তার বাইরের উত্তেজনাগুল বোঝার ও সাড়া দেবার কৌশল তত জটিল।		
	এ নিয়ে কারও কোনো প্রশ্ন আছে?	• সবচেয়ে উন্নত প্রাণী কোনটি?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।
	বাঃ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ।		
	সবচেয়ে উন্নত প্রাণী হল মানুষ।		
	• বাঃ খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। মানুষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উত্তেজনায় সাড়া দেয়।	• মানুষ কিসের সাহায্যে উত্তেজনায় সাড়া দেয়?	প্রশ্নকরণে পরিমিতি বোধ।
	• বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝার জন্য আর কারো কোনো জিজ্ঞাস্য আছে?	• পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলি কি কি?	প্রশ্নকরণে নমনীয়তা।
	• পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলি হল চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও		

তাই তার উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতাও বেশি। আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়, যথা— চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে অনুভব করি।	ত্বক। ● বাঃ খুব ভালো প্রশ্ন করেছো।	● চোখ দিয়ে আমরা কিভাবে দেখি?	মূল বিষয় কেন্দ্রিক বা মূল বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন।
চোখ— চোখের সাহায্যে আমরা বাইরের নানা দৃশ্য দেখি।	চোখের মধ্যে আছে কাচের মতো একটি স্বচ্ছ লেন্স, এর মাঝখানটা মোটা ও ধারের দিক পাতলা। লেন্সের সাহায্যে বাইরের দৃশ্য চোখের ভিতর একটি পর্দায় ফুটে ওঠে ঠিক ক্যামেরার মতো। তারপর ওই দৃশ্যের অনুভূতি স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছালে আমরা দৃশ্যটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। ● এই বিষয়ে আর কারো কোনো কিছু জানার আছে?		প্রশ্নকরণে নমনীয়তা
কান— কানের সাহায্যে আমরা শব্দ শুনি।	● কানের সাহায্যে শব্দ শুনি। বাতাসে শব্দের ঢেউ কানে এলে তা কানের পাতলা পর্দাকে কাঁপায়। শব্দ মাত্রই কম্পন। তবে তার প্রকার ভেদ আছে। সেই প্রকার ভেদের অনুভূতি কান হতে স্নায়ু মারফত মস্তিষ্কে যায়। মগজে আমরা শব্দের অনুভূতি ঠিকভাবে বুঝতে পারি।	● কানের সাহায্যে আমরা কিভাবে শুনি?	
নাক— নাকের মধ্যে কতকগুলি গন্ধবহ বিশেষ কোষ আছে, যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বস্তুর ঘ্রাণ নিই।	● এই পাঠটি আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য কারো কোনো প্রশ্ন?		প্রশ্নকরণে পরিমিতি বোধ।
জিহ্বা—	জিহ্বার উপর কতকগুলি বিশেষ স্বাদকোরক আছে যা	● জিহ্বা কীভাবে আমাদের স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে?	

জিহ্বার উপর কতকগুলি স্বাদকোরক আছে। যা বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ গ্রহণে সহায়তা করে।	বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ স্নায়ু মারফত মগজে পৌঁছে দেয়। আমরা তখন বস্তুটির স্বাদ পেয়ে থাকি।		শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।
	● বাঃ খুব ভালো প্রশ্ন করেছো।		
	নাক না থাকলে আমরা বিভিন্ন বস্তুর ঘ্রাণ নিতে পারতাম না। এছাড়া শ্বাসকার্য চালাতেও অসুবিধা হতো।	● নাক না থাকলে আমাদের কি ক্ষতি হত?	
ত্বক— ত্বকের সাহায্যে আমরা কোনো বস্তুর উষ্ণতা, মসৃণতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।	● এ বিষয়ে আর কারো কোনো কিছু জানার আছে?		বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্ন। এবং প্রশ্নকরণে পরিমিতি বোধ।
	● বাঃ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ।	● ত্বকের সাহায্যে আমরা কি করি?	
	ত্বকের সাহায্যে আমরা কোনো বস্তুর উষ্ণতা, মসৃণতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।		

৮. শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা

শ্রেণি— তৃতীয়
শিক্ষার্থীর সংখ্যা— ৫ জন
সময়—৫ মিনিট
শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম
তারিখ—

বিষয়—মাতৃভাষা বাংলা
একক-—আগমনী (কবিতা)
উপএকক—প্রথম চারটি অহচ্ছেদ

বিষয়বস্তু	শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
শরৎ ঋতু আসার আগে প্রকৃতির যেরূপ তার মিঠে রোদ, কাশফুলের দোলা, সাদা মেঘ, আকাশ বাতাস আগমনী এই কবিতার মাধ্যমে জানতে পারি। আর দুর্গা মায়ের আগমনীবার্তা আমাদের কাছে পৌঁছায়।	তোমরা কোন সময় রেনকোট ব্যবহার কর?	বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে যাতে ভিজে না যাই তার জন্য রেনকোট ব্যবহার করি।	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ।
	আর কি ব্যবহার করি?	ছাতা ব্যবহার করি।	পুনরায় চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ।
	বর্ষাকালে আকাশ কেমন থাকে।	মেঘলা থাকে, ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ে।	পুনরায় চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ।
	বর্ষাকালের পর কোন ঋতু আসে।	শরৎ ঋতু	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ।
	প্রত্যেকে এবার চার্টের দিকে দেখে বল কি দেখতে পাচ্ছ?	সাদা মেঘ, সবুজ উদ্ভিদ, কাশফুল	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ।
	শরৎকাল প্রসঙ্গে দুটো সাদা জিনিসের নাম বল যার একটি থাকে আকাশে, অপরটি থাকে মাঠে।	আকাশে থাকে মেঘ, মাঠে থাকে কাশফুল	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ।
	শরৎকালে বাঙালির প্রিয় উৎসব হয়, যেখানে ঢাকের বাদ্যি বাজে, তার নাম কি?	দুর্গাপুজো	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ
	চার্টের দিকে তাকিয়ে বল কি লেখা আছে?	আগমনী	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ

আগমনী বলতে কি বোঝানো হয়েছে?	শরৎকালে মায়ের আগমনকে।	পুনরায় চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ।
এখানে মা কাকে বলা হয়েছে?	দুর্গামাকে	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।
শরৎকালের আকাশ কেমন দেখছি?	পরিষ্কার	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ
শরৎকালে বৃষ্টি হয় না কেন?	বর্ষাকালের পরে আসে শরৎ। এই সময় বর্ষার কালো মেঘ সরে নীল আকাশে ছড়িয়ে থাকে পেঁজা তুলোর সাদা মেঘ।	শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকরণ সম্পর্ক স্থাপন।
শরৎকালে আর কি ফুল ফোটে?	শিউলি ফুল	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।
দুর্গোৎসব ছাড়া আর একটি উৎসবের নাম বল?	ঈদ	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।
বলত এখানে আর কি দেখছি?	পাখি	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।
পাখি কিসের সাহায্যে ওড়ে?	ডানার সাহায্যে	শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পুনরায় পর্যবেক্ষণ।
পাখি ছাড়া আকাশে আর কি ওড়ে?	উড়োজাহাজ	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন
এখানে কেমন রোদ দেখছ?	মিঠে হাসির রোদ	চাহিদা অনুযায়ী পুনরায় পর্যবেক্ষণ।
মিঠে রোদ বলতে কি বোঝানো হয়েছে?	নয় গরম, নয় ঠাণ্ডা, মিষ্টি আর আরামদায়ক রোদকে বোঝানো হয়েছে।	শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন।

	আর কোন সময় রোদকে আমরা উপভোগ করি?	শীতকালে	শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।
	শীতকালে আমরা রোদ উপভোগ করি কেন?	শীতকালে ঠাণ্ডা লাগে, শরীরকে উত্তপ্ত রাখার জন্য ও ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা রোদকে উপভোগ করি।	শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন।
	আগমনী কবিতায় দুর্গা-মায়ের বাবার বাড়ী আসা উপলক্ষ্যে যে গান রচিত হয় তার নাম কি?	আগমনী গান	শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।

৯. শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা

শ্রেণি— তৃতীয়	বিষয়—গণিত
শিক্ষার্থীর সংখ্যা— ৫ জন	একক-—ছবির মধ্যে আকার খুঁজি
সময়—৫ মিনিট	উপএকক—ছবির মধ্যে আকার খুঁজি
শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম	
তারিখ—	

বিষয়বস্তু	শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
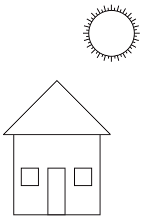	শিক্ষিকা প্রথমে একটি বৃত্ত, বর্গাকার ত্রিভুজ আয়তাকার, ত্রিভুজ সম্বলিত চার্ট দেখাবেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ?	দিদি,এখানে এটি সূর্যসহ বাড়ির চিত্র রয়েছে।	শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
	আচ্ছা বলত, এখানে কটি বৃত্ত রয়েছে?	একটি	শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
	বর্গাকার চিত্র ক'টি রয়েছে?	দুটি	শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
	বলত বৃত্তটির আকৃতি কেমন?	চাঁদের মত গোল	শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
	এই নিয়ে তুমি কোন গান জান? বেশ করে দেখাও?	হ্যাঁ দিদি বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ, মাগো, আমার আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই?	বিষয়ের প্রতিফলন ঘটানো।
	আমরা প্রত্যেকে এই জ্যামিতিক আকার দেখে পিচ বোর্ড কেটে কাগজ বানিয়ে তৈরী করব।	শিক্ষার্থীরা দেখবে ও তৈরী করতে সচেষ্ট হবে।	শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক সৃষ্টি।
	আচ্ছা, আর কিভাবে এই চিত্রগুলিকে বোঝানো যায় একটু ভেবে বলত?	দিদি আমরা প্রত্যেকে একজন করে, সবাই মিলে এই বানানো পিচবোর্ড গুলিকে নিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝাতে পারি।	

	বেশ করে দেখাও	রমলা— একটি পিচবোর্ড নিয়ে বলবে, আমি ত্রিভু আমার তিনটি বাহু রয়েছে।	বিষয়ের নাট্য রূপান্তরকরণ।
		প্রিয়াঙ্কা— আমি বর্গাকার, আমার চারটি বাহু। যেগুলির দৈর্ঘ্য সমান।	
		রূপালি— আমি আয়তাকার, আমারও চারটি বাহু। বিপরীত বাহুগুলি পরস্পর সমান।	
		বৃত্ত—(প্রতিমা, রমলা, প্রিয়াঙ্কা, রূপালি) সবাই মিলে হাত ধরে একটি গোল করে বৃত্ত গঠন করে দেখাবে। এটি বৃত্ত।	বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও বিষয়ের প্রতিফলন।
	বাঃ খুব ভালো করেছ। এখানে শেষ করছি।		

১০. Skill of Integrating Performing Art with the Learning Situations

Class-III
No. of students : 5
Time : 5 minutes
Teacher's name :
Date :

Subject : English
Lesson : 2
Lesson's Name : Animal Meeting
Today's lesson : Animal Meeting

Topic	Teacher's Activity	Student's activity	Behavioural Component
Some wild animals decided to have a meeting and the meeting is conducted by the lion as he is the King of the beast.	Teacher shows the waist belt, prepared by white paper and in which it is written 'tiger'. Teacher informs the students that they will have to prepared three more waist belt of Lion, Gorilla and Polar Bear.	Students look at the waist belt and get excited to know that they are going to do some thing.	Encouraging active participating in the lesson through performances.
	Teacher handed each students Art paper and sketch pens of different colour.	Students follow their teacher accordingly.	
The meeting is participated by lion, tiger, Gorilla and Polar Bear.	Now the teacher asks the students to write down the names of different animals as earlier on the waist belt.	Students will the thrilling moment follow the instruction given by the teacher.	Encouraging creativity through performance.
The main agenda of the meeting is global warming	The teacher will then show a poster of "Be aware of Global Warming".	The student will observe.	

and distroy the forest. This problem is created by main who is fully responsible. Men are also poluting water as a result ther is a scarcity of food. Men are not given any chances for the animals to live in this earth. In which the animals also have equal rights.	Now the teacher will direct the students how to make the posters. Teacher moves about and supervises. She offers active support to the students those who really need it. Teacher request the students to wear the waist belts with the name of same animals and mime their actions.	Students also prepare similar types of poster like “Same the Earth”, “Protect the animals”, “Do not distroy the forests”. Students follow the teacher. Tiger (roars) : Hellow! I am from India. In our country men are destroying the forests. So we have now her to live. Lion (roars) : This earth is our home too. They must give us a chance to live in it. Gorilla (gibbers) : I am from the Cango basin. We also have a similar problem. Our rainforests are vanishing fast. Polar Bear (growls) : It melts the rice. It makes the climate warmer. We cannot survive in such conditions.	Encouraging creativity through performances. Encouraging dramatisation of lessons/ learning situations. Encouraging application of the lessons/ learning situations to real life situations.
	The teacher tells the students that we all should be aware to save the earth from Global warming.	Learners promise do so.	

একক ২ ❑ শিশু পরিবেশে পাঠ-পরিকল্পনা (প্রাক্-প্রাথমিক স্তর)

বিদ্যালয়ের নাম :
শ্রেণি :
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা :
গড়বয়স :
শিক্ষিকার নাম :
তারিখ :

আজকের পাঠ : যানবাহন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ও পথ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের আলোচনা
ছড়া : রেলগাড়ি
হাতের কাজ : দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেল গাড়ি তৈরী করা

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
১০.৩০ থেকে ১১.০০	স্বাধীনভাবে খেলা	প্রথমেই শিক্ষিকা লক্ষ্য করবেন বিদ্যালয়ে এসে সিশুরা নিজের নিজের জায়গায় ব্যাগ, জুতোও জলের বোতল ঠিকমত রেখেছে কিনা। তারপর শিশুরা যখন নিজের পছন্দমত খেলনা নিয়ে খেলবে সেই সময় শিক্ষিকা নজর রাখবেন যাতে শিশুরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি না করে বা পড়ে গিয়ে ব্যথা না পায়	শিক্ষিকার নির্দেশে শিশুরা নির্দিষ্ট স্থানে ব্যাগ, জুতো ও জলের বোতল রাখবে। তারপর তারা নিজেদের পছন্দমত খেলনা নিয়ে খেলবে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি করবে না।	সবশিশু শান্ত বা স্থির মন নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না। অনেকের মধ্যে ক্ষোভ বা দুঃখ থাকে। তাই খেলার মাধ্যমে বিষয়টি নিরাময় হয় তার ব্যবস্থা করে তাদের পাঠে মন বসান সম্ভব হয়।
১১.০০ থেকে ১১.১৫	বিশ্রাম	খেলাধূলা করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই খেলাধূলার পর খেলনা রেখে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের দশ মিনিট	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশে সব খেলনা রেখে দিয়ে চুপ করে বসে বিশ্রাম নেবে। এতে তাদের ক্লান্তি দূর হবে।	বিশ্রামের ফলে শিশুদের মনে একাগ্রতা বাড়বে ও তারা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারবে।

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
		এক স্থানে বসিয়ে রাখবেন, তাতে ক্লান্তি দূর হবে।		
১১.১৫ থেকে ১১.৩০	প্রার্থনা ও গান	খেলাধূলার পর বিশ্রাম গ্রহণ তারপর শিক্ষিকা শিশুদের চুপ করে বসিয়ে হাত জোড় করে ও চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে বলবেন ও তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে গাইবেন। শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন সব শিক্ষার্থী গাইছে কিনা এবং ভুল গাইলে তিনি সংশোধন করে দেবেন।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশে চোখ বন্ধ করে হাত জোড় করে বসে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইবে।	প্রার্থনার ফলে শিশুদের মনে একাগ্রতা বাড়বে ও তারা পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারবে।
১১.৩০ থেকে ১১.৪০	পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি	প্রার্থনার পর শিক্ষিকা সকলকে পিছনে হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে লাইন করে নিজ নিজ কক্ষে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ থেকে আসন বার করে বসতে বলবেন।	শিক্ষিকার নির্দেশমত শিশুরা নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে ব্যাগ থেকে আসন বার করে পেতে বসবে। প্রয়োজনে জলপান করবে ও বাথরুমে যাবে।	তাতে তারা নিয়মানুবর্তিতা শিখবে এবং তাদের জল পিপাসা মিটবে।
১১.৪০ থেকে ১২.০০	সাধারণ কথোপকথন	শিক্ষার্থীরা সকলে নিজ নিজ স্থানে বসার পর শিক্ষিকা তাদের কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যানবাহন সম্পর্কে কথোপকথন করাবেন।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ জায়গায় বসে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করবে।	শিক্ষার্থীদের যানবাহন ও তার শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে ধারণা দান।
	যানবাহন	প্রঃ স্কুলে আসার সময় তোমরা কিসে করে আস?	উঃ বাসে করে, ট্রামে করে, অটোয় করে, রিক্সায় করে, হেঁটে।	

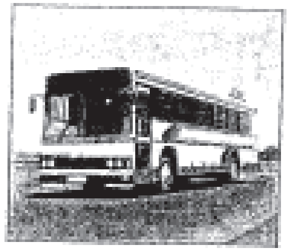

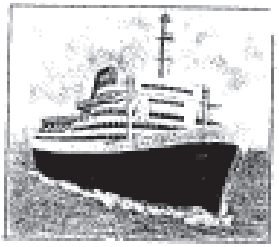

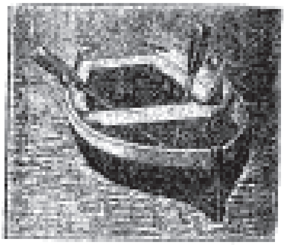

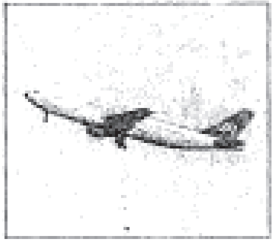

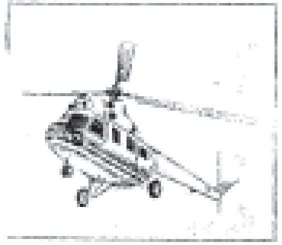

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
১১.৪০ থেকে ১২.০০	পথ অনুসারে যানবাহনের প্রকারভেদ।	প্রঃ রাস্তায় যেসব গাড়ি আমরা দেখতে পাই, জলের উপর দিয়ে কি সেই সব গাড়ি চলে?	উঃ না।	
	স্থলযান : বাস, ট্রাম, জিপ, অটো, সাইকেল রিক্সা।	প্রঃ জলে কোথাও একজায়গা থেকে আমরা আর এক জায়গায় কিসে করে যাই?	উঃ নৌকা, জাহাজ।	
	জলযান : নৌকা, জাহাজ।	প্রঃ খুব তাড়াতাড়ি যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আকাশ পথে যাই তখন কিসে করে যাই?	উঃ এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার।	
	আকাশযান : এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার। যানবাহনের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শন	তাহলে দেখলে তো জলের উপর দিয়ে যা চলে, আকাশ পথে বা রাস্তায় তা চলে না আবার রাস্তায় যেসব গাড়ি দেখতে পাই তা জলের উপর দিয়ে বা আকাশে দেখতে পাই না। তাহলে কি দেখতে পেলাম এক একটা গাড়ির যাতায়াত পথ এক এক রকম। এই সব যানবাহন সম্পর্কে আলোচনার সময় শিক্ষিকা বিভিন্ন পথের যানবাহনের মডেল দেখাবেন যাতে তারা আরো উৎসাহ পায়।	শিক্ষার্থীরাও শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এবং মডেল গুলো মন দিয়ে আগ্রহ সহকারে দেখবে।	

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
১২.০০ থেকে ১২.২৫	নির্দিষ্ট পাঠে প্রবেশের প্রস্তুতি	শিক্ষিকা এবার বলবেন আচ্ছা তোমরা ছুটিতে তো অনেকে দূরে বেড়াতোও, কোন জায়গায় বা মামাবাড়িতে তখন সবসময় বাসে চেপে যাওয়া যায় না। তখন কিসে করে যাও? হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আমিও রেলগাড়িতে চড়ে ছুটিতে দূরে কখনো পাহাড়ে, কখন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই তোমাদের মত। যানবাহন নিয়ে আলোচনার পর শিক্ষিকা শিশুদের রেলগাড়ির একটা ছড়া শেখাবেন। শিক্ষিকা শিশুদের রেলগাড়ির ছবিসহ ছড়া লেখা চার্টটি প্রথমে ফ্ল্যাপবোর্ডে আটকে দেবেন।	উঃ রেলগাড়ি চড়ে	
	ছড়া ঃ কুঝিক্ঝিক্ কু-ঝিক্ ঝিক্ চলছে রেলের গাড়ি চলছি আমরা দার্জিলিং চলছি মামার বাড়ি। নীলপাহাড়ে ঘাসপাথরে মেঘ ও	তারপর তিনি সমগ্র ছড়াটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেবেন। আলোচনাটি নিম্নরূপ ঃ কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কু ঝিক ঝিক করে রেলের গাড়িতে চেপে	শিক্ষার্থীরা ছড়ার চার্টটি দেখবে এবং মন দিয়ে ছড়াটির আলোচনা শুনবে।	

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
	রোদের বেলায় মনটা আমার খুশীতে আজ ভাসছে মেঘের ভেলায়।	দার্জিলিং-এ মামাবাড়ি চলেছে। সেই পাহাড়ে ঘাসপথের ভর্তি কখনো মেঘ কখনো রোদ তাদের মনটা যেন খুশীতে ভরে উঠেছে। এরপর শিক্ষিকা নিম্নলিখিত সোপানে ভাগ করে ছড়াটি শেখাবেন।		
		প্রথম সোপান ঃ প্রথমে শিক্ষিকা সমগ্র ছড়াটি একবার পড়ে দেবেন।	শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে।	
		দ্বিতীয় সোপান ঃ তারপর শিক্ষিকা প্রথম চারলাইন অঙ্গভঙ্গী সহকারে করে দেখাবেন।	শিশুরা শিক্ষিকাকে অনুসরণ করবে।	তাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দবোধ জাগ্রত করা
		তৃতীয় সোপান ঃ এরপর তিনি তার সাথে সাথে শিশুদের অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়াটি বলতে বলবেন।	শিশুরা শিক্ষিকার নির্দেশমত তার সাথে সাথে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়াটি বলবে।	অঙ্গভঙ্গী মাধ্যমে পেশী সঞ্চালন ভালো হয়। শরীর সুস্থ থাকে।
		চতুর্থ সোপান ঃ এরপর তিনি শিশুদের তাঁর সাহায্যে ছাড়াই একাএকা ছড়াটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে তিনি তাদের সাহায্য	তারপর শিক্ষিকার সাহায্য ছাড়াই তারা ছড়াটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলবে।	তাদের একঘেয়েমী দূর হয়। তারা আনন্দ পায়।

সময়	**বিষয়**	**শিক্ষিকার কাজ**	**শিক্ষার্থীর কাজ**	**উদ্দেশ্য ও কর্তব্য**
	রোদের বেলায় মনটা আমার খুশীতে আজ ভাসছে মেঘের ভেলায়।	করবেন কেউ ভুল করলে তা সংশোধন করে দেবেন। এইভাবেই শিক্ষিকা পরের চার লাইন শিশুদের শেখাবেন। এইভাবে শিক্ষিকা সমগ্র ছড়াটি শেখাবেন।		
১২.২৫ থেকে ১২.৫৫	হাতের কাজ ঃ দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি তৈরী।	শিক্ষিকা ছড়া শেখাবার পর প্রত্যেককে ভালোভাবে বসতে বলবেন। তারপর তাদের প্রত্যেককে চারটে করে কাগজে মোড়া দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তৈরি বগি দেবেন যাতে কাগজের সরু সরু ফিতের মত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের তিনি তা দিয়ে একটা বগির সাথে আর একটা বগিকে জুড়তে বলবেন আঠা দিয়ে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে আঠার পাত্র এবং লাগানোর জন্য তুলো আটকানো কাঠি দেবেন। শিক্ষিকা নিজে কাজটি শিক্ষার্থীদের সামনে করে দেখাবেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশমত তাকে অনুসরণ করে বগিগুলো একটার সাথে একটা জুড়বে এবং সাদা সিটে রঙ করে তার উপর রেলগাড়িটিকে দাঁড় করাবে।	১. নতুন কাজের মধ্যে আনন্দ লাভ করবে। ২. তাদের সৌন্দর্য বোধ বাড়বে। ৩. তাদের পেশী সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ৪. কাজের দ্বারা তাদের ধৈর্য্য ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে।

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
		দেবেন। এরপর রেলগাড়িটি বসাবার জন্য শিক্ষিকা একটা করে প্রত্যেককে সাদা কাগজের সিট দেবেন এবং প্রত্যেককে সবুজ রঙ করতে বলবেন। এরপর তাদের তৈরী রেলগাড়িটি ওই রঙ করা সিটে রাখতে বলবেন।		
১২.২৫ থেকে ১২.৫৫	টিফিনের প্রস্তুতি	শিক্ষিকা শিশুদের লাইন করে কলের কাছে নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলবেন। হাত ধোয়া হলে হাত মুছতে নির্দেশ দেবেন। তারপর সবাইকে নিজের আসন পেতে টিফিন বাক্স বার করতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশে হাত ধুয়ে আসন পেতে টিফিন বাক্স বার করে বসবে।	সাবান দিয়ে হাত ধুলে হাতের ময়লা দূর হয়। নির্দিষ্ট স্থানে বসে টিফিন বা কোন খাবার খাওয়ার নিয়ম তারা শিখবে।